পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার কমপিউটারের কনফিগারেশন হচ্ছে– কোর টু ডুয়ো-ই৪৫০০ ২.২০ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল ডিজি৩১পিআর মাদারবোর্ড, ২ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‌্যাম, ১ টেরাবাইট+২৫০ গিগাবাইট হার্ড ডিস্ক, ৫০০ ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এবং কেসিং সাধারণ (তবে দুটি ফ্যান সংযুক্ত)। আমি আমার পিসিতে এনভিডিয়া থ্রিডি ভিশন মুভি দেখা ও থ্রিডি গেম খেলার জন্য পিসিটি আপগ্রেড করতে চাই। আপাতত বাকি সব ঠিক রেখে জিটিএক্স ৫৬০ বা ৫৭০ সিরিজের ২ গিগাবাইট ডিডিআর৫ মডেলের কোনো গ্রাফিক্স কার্ড কিনে লাগাতে চাই। আমার বর্তমান পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী তা কি সাপোর্ট করবে? নাকি কোনো সমস্যা হবে? আর এভাবে পিসির সার্বিক পারফরম্যান্সের বিশেষত প্রসেসরের কাজের কি কোনো উন্নতি হবে? নাকি পিসি আপগ্রেড করতে শুধু হার্ডডিস্ক রেখে পুরোটাই পাল্টে ফেলতে হবে? সেক্ষেত্রে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া বাকি অংশ (ইন্টেল চিপসেটের মাদারবোর্ড+ইন্টেল প্রসেসর+র‌্যাম+কেসিং) কি ৩০-৪০ হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে? পাওয়া গেলে কোন ব্র্যান্ডের কোন মডেল মাঝারি বাজেটে সবচেয়ে ভালো হবে? আর পিসি আপগ্রেড করতে বর্তমান সিপিইউ রেখে দাম সমন্বয় করে নতুন পার্টসযুক্ত সিপিইউ পেতে কোথায় কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে? নাকি পিসি বিক্রি করে তারপর আপগ্রেড করতে হবে? আর বারবার আপগ্রেড না করে সব ধরনের ভিডিও গ্রাফিক্সের কাজ করতে এবং নতুন গেম খেলতে বাজেটের চেয়ে বেশি লাগলে সেটাও জানতে চাই। এসব ব্যাপারে কোথায় কম খরচে একত্রে মানসম্পন্ন ভালো যন্ত্রাংশ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে সুপরামর্শ দেবেন আশা করি।

–শরীফ মাহমুদ, মিরপুর

সমাধান : পিসির অন্যান্য যন্ত্রাংশ আপগ্রেড না করে শুধু গ্রাফিক্স আপগ্রেড করলেও নতুন গেমগুলো চালানো যাবে। কিন্তু ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে না। পুরো পারফরম্যান্স পেতে হলে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র‌্যাম, গ্রাফিক্স কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট সবই আপগ্রেড করতে হবে। প্রসেসর হিসেবে ইন্টেলের কোর আই ফাইভ বা এএমডির এক্স৪ সিরিজের প্রসেসর নিতে পারেন। বেশি বাসস্পিডের র‌্যাম সাপোর্ট করে এবং ভালো চিপসেটযুক্ত মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে এমন মাদারবোর্ড কেনার চেষ্টা করুন। জেড৭৭ এখন বাজারের সেরা চিপসেট। র‌্যাম ডিডিআর৩ ১৬০০ বা ১৮৬৬ বাসস্পিডের ৪-৮ গিগাবাইটের র‌্যাম ব্যবহার করতে পারেন। ৪০-৫০ হাজারের মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া বাকি পার্টসগুলো কিনতে পারবেন। গ্রাফিক্স কার্ড ভালোমানের নিলে বর্তমান কনফিগারেশনেই নতুন গেমগুলো ভালোই চলবে শুধু র‌্যাম ও পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট আপগ্রেড করতে হবে। কমের মধ্যে ক্যাসিং আপগ্রেড করতে চাইলে থার্মালটেকের ডক্কার বা কমান্ডার কিনে নিতে পারেন। পিসি বিক্রি করতে চাইলে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে কিছু দোকান রয়েছে, সেখানে বিক্রি করতে পারেন বা অনলাইনে অ্যাড দিতে পারেন সেলবাজার, ক্লিকবিডি, বিক্রয় ইত্যাদি সাইটে। পিসির দাম মার্কেটভেদে খুব একটা তফাৎ হয় না। তাই যেকোনো মার্কেট থেকে কিনতে পারেন। তবে কেনার আগে কয়েক দোকান ঘুরে দাম যাচাই করে দেখে নিন।

সমস্যা : প্রিন্টার কিনতে চাই, কিন্তু কোনটি কিনব বুঝতে পারছি না। লেজার, ইঙ্কজেট নাকি অল ইন ওয়ান প্রিন্টার কিনব? এদের কোনটির কি সুবিধা তা জানালে কোনটি কিনবো সে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।

–খালিদ, মহাখালী

সমাধান : লেজার প্রিন্টার মূলত জেরোগ্রাফি টেকনোলজির মাধ্যমে প্রিন্ট করে থাকে। গুঁড়ো কালি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম কালিতে প্রচুর প্রিন্ট করতে সক্ষম এটি। সেই সাথে রয়েছে সূক্ষ্ম প্রিন্ট কোয়ালিটি। ইঙ্কজেট প্রিন্টারে তরল কালি ব্যবহার করে প্রিন্ট করা হয়। এর মানও খারাপ নয়। অল ইন ওয়ান প্রিন্টার বা মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টারে প্রিন্ট ছাড়াও বাড়তি কিছু সুবিধা থাকে। যেমন– স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার ও ফ্যাক্স মেশিন। লেজার প্রিন্টারে দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। অফিসের কাজে লেজার প্রিন্টার, বাসার কাজে ইঙ্কজেট ও বেশি সুবিধা পাওয়ার জন্য মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টার কিনতে পারেন। তবে মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টার কতটুকু ভালো পারফরম্যান্স দেবে সে সম্পর্কে সঠিক করে বলা যাচ্ছে না।

সমস্যা : প্রসেসরের ক্ষেত্রে এএমডি ও ইন্টেলের মাঝে পার্থক্য বেশ লক্ষ করা যায় ক্যাশ মেমরিতে। এ ক্যাশ মেমরির কাজ কি? কমপিউটিংয়ে এর গুরুত্ব কতটুকু?

–কালাম, মাগুরা

সমাধান : আমরা কমপিউটার পরিচালনার সময় যত ধরনের নির্দেশ দিই, এ নির্দেশগুলো একটি সুনির্দিষ্ট মেমরিতে সেভ হয় এবং সেই মেমরিটিই হচ্ছে ক্যাশ মেমরি। এটি যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন র‌্যামে ডাটা সেভ হয়। র‌্যামে ডাটা সেভ করা শুরু হলে কমপিউটার কিছুটা স্লো হয়ে যায় এবং বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ক্যাশ মেমরির পরিমাণ বেশি থাকলে তা বেশি ডাটা স্টোর করতে পারে এবং এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় না। ক্যাশ মেমরির পরিমাণ বাড়ালে প্রসেসরের দামও অনেক বেড়ে যায়। ইন্টেলের প্রসেসর বেশি ক্যাশ মেমরি ব্যবহার করায় তার দাম এএমডির তুলনায় কিছুটা বেশি।

সমস্যা : আমি কিভাবে প্রিন্টারের কালির স্থায়িত্ব বাড়াতে পারি? প্রিন্টারের মেকানিক্যাল ও টেকনিক্যাল ড্যামেজ এড়ানোর উপায় কি? কোন ব্র্যান্ডের প্রিন্টার কালার ও ফটো প্রিন্টিংয়ের জন্য ভালো? মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টারগুলো কি সিঙ্গেল ফাংশনাল প্রিন্টারের মতো ভালো কাজ করতে পারে? দয়া করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন। *–রাকিব হাসান আকাশ*

সমাধান : অরিজিনাল কালি বা আসল কার্ট্রিজের কালি নকল কালির চেয়ে অনেক বেশি প্রিন্ট দিতে পারে। তাই আসল কালি কেনার চেষ্টা করুন, এতে বেশি প্রিন্ট করতে পারবেন। এছাড়া সাধারণ প্রিন্ট করার সময় স্ট্যান্ডার্ড বা হাই কোয়ালিটি মোডের বদলে ইকোনমি, ড্রাফট বা ফাস্ট মোড ব্যবহার করলে বেশ কিছুটা কালি বাঁচানো যায়। নিয়মিত প্রিন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করলে প্রিন্টারের যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়। প্রিন্টার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে যাতে ধুলাবালি না ঢুকে। একেবারে অনেকদিন ধরে প্রিন্ট না করে ফেলে রাখা যাবে না। সপ্তাহে অন্তত একবার প্রিন্ট করা উচিত। মাসে একবার প্রিন্টারের মেইনটেনেন্স অপশনে গিয়ে ক্লিনিং, প্রিন্ট হেড অ্যালাইনমেন্ট, নজেল চেক, বটম প্লেট ক্লিনিং, রোলার ক্লিনিং ইত্যাদি অপশন ব্যবহার করে দেখা ভালো। কোন ব্র্যান্ডের প্রিন্টারের কালির দাম কম এবং সহজলভ্য তা বিবেচনা করে প্রিন্টার কিনতে হবে। তাই কোন ব্র্যান্ড কিনবেন তা নিজেকেই ঠিক করতে হবে। কোনো ব্র্যান্ডের প্রিন্টারই খারাপ নয়। এর মধ্যে পারফরম্যান্সের দিক থেকে কিছুটা উনিশ-বিশ হতে পারে, তবে সেটি হোম ইউজারদের জন্য তেমন একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। কালার বা ফটো প্রিন্টার হিসেবে আলাদা কিছু প্রিন্টার রয়েছে। কম দামের মধ্যে ইঙ্কজেট এবং বেশি দামের মধ্যে লেজার প্রিন্টার বাজারে পাওয়া যায়। হোম ইউজারদের জন্য ইঙ্কজেট এবং অফিসে ব্যবহারের জন্য লেজার প্রিন্টার উত্তম। মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টার বা অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টারগুলোর ক্ষমতা প্রায় সিঙ্গেল প্রিন্টারের কাছাকাছি, তবে তা তুলনামূলকভাবে বেশি দিন টেকে না। তাই খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মাল্টি-ফাংশনাল প্রিন্টারের দিকে হাত না বাড়ানোই ভালো।

সমস্যা : উইন্ডোজ সেভেনে হিডেন ফাইল দেখার অপশন কিভাবে চালু করা যায়?

–নোমান

সমাধান : প্রথমে মাই কমপিউটার বা উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের সাহায্যে যেকোনো উইন্ডো ওপেন করুন। তারপর উইন্ডোর বাম পাশে ওপরের ▸

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

দিক থেকে Organise-এ ক্লিক করে সেখান থেকে Folders and Search Options নির্বাচন করলে একটি বক্স উইন্ডো আসবে। সেখানে View ট্যাবে ক্লিক করে Show Hidden Files, Folders and Drives লেখার পাশের রেডিও বাটন চেক করে অ্যাপ্লাই এবং ওকে দিন। তাহলেই হিডেন ফাইলগুলো দেখতে পারবেন। ফাইল, ফোল্ডার ও ড্রাইভ আবার হিডেন বা লুকিয়ে রাখতে চাইলে একইভাবে সব প্রক্রিয়া শেষে Don't Show Hidden Files, Folders and Drives অপশন নির্বাচন করতে হবে।

সমস্যা : আমি কিভাবে উইন্ডোজ সেভেনের বুটেবল ডিস্ক বানাব? যা থেকে আমি নতুন করে উইন্ডোজ সেভেন ইনস্টল করতে পারি এবং রিপেয়ার করার দরকার হলে সেটিও করতে পারি।

–রতন

সমাধান : যদি আপনার কাছে একটি বুটেবল উইন্ডোজ সেভেনের ডিস্ক থাকে তবে নিরো বা অন্য কোনো বার্নিং টুলের সহায়তায় কপি ডিস্ক অপশন থেকে উইন্ডোজ ডিস্কটি কপি করার পর ব্লাঙ্ক বা ফাঁকা ডিস্ক রমে ঢুকিয়ে রাইট করে নিলে তা বুটেবল হিসেবেই রাইট হবে। ডিস্কের বদলে যদি ইমেজ ফাইল (ইমেজ ফাইলের এক্সটেনশন .iso, .nrg, .cue, .bin, uif ইত্যাদি হতে পারে) হিসেবে কমপিউটারে উইন্ডোজের কোনো ভার্সন থাকে তবে রাইটিং সফটয়্যারের ইমেজ বা প্রজেক্ট বার্নিং অপশন থেকে উইন্ডোজের ইমেজ ফাইলটি দেখিয়ে দিন এবং তা ব্লাঙ্ক ডিস্কে রাইট করে নিন।

সমস্যা : আমার পিসিতে পেনড্রাইভ অনেক স্লো কাজ করছে। প্রথম দিকে ডাটা ট্রান্সফার বেশ দ্রুতগতিতেই হতো, কিন্তু এখন অনেক সময় লাগছে। আমার পেনড্রাইভের মডেল ট্রান্সসেন্ড ভি৬০ ৪ গিগাবাইট। অন্য পিসিতে কাজ করার সময় ভালোই স্পিড পাওয়া যায়, কিন্তু আমার পিসিতেই এ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সমস্যা কি পেনড্রাইভে নাকি পিসিতে? এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাব কিভাবে?

–রাসেল

সমাধান : কী ধরনের ফাইল ট্রান্সফার করা হচ্ছে তার ওপরও পেনড্রাইভের ডাটা ট্রান্সফারের গতি নির্ভর করে। অনেক ছোট ফাইল একসাথে ট্রান্সফার করার সময় তা অনেক সময় স্লো হয়ে যায় আর বড় আকারের সিঙ্গেল ফাইল ট্রান্সফারের সময় গতি বেশি হয়। পেনড্রাইভ থেকে পিসিতে ডাটা ট্রান্সফার করার জন্য টেরাকপি (TeraCopy) নামের সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারেন। এতে আপনি ফাইল ট্রান্সফারের সময় তা পজ করতে পারবেন এবং একসাথে অনেকগুলো আলাদা কপি করার কমান্ড দিতে পারবেন। সেই সাথে প্রতিটি কপি কমান্ডকে কন্ট্রোলও করতে পারবেন। http://www.codesector.com-এ লিঙ্কটি থেকে টেরাকপি সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন বিনামূল্যে।

সমস্যা : পেনড্রাইভকে কি র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করার কোনো উপায় রয়েছে? যদি করা সম্ভব হয় তবে তা পেনড্রাইভের ক্ষতি করবে কি? আমি এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২ ব্যবহার করি। আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে– ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.০ গিগাহার্টজ, ১ গিগাবাইট র‍্যাম ও ১৬০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক।

সঞ্চয় মিত্র, আজিমপুর

সমাধান : উইন্ডোজ ভিসতা ও সেভেনে সহজেই পেনড্রাইভকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এখন সফটওয়্যার ব্যবহার করে উইন্ডোজ এক্সপিতেও পেনড্রাইভকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা পাওয়া সম্ভব। যারা পুরনো পিসি ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর। এ কাজটি করার জন্য eBoostr সফটওয়্যারটি বেশ কার্যকর টুল। যেটি ব্যবহার করে উইন্ডোজ এক্সপিতে ১ গিগাবাইট বা তা বেশি আকারের পেনড্রাইভকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। ইন্টারনেট থেকে এই ছোট্ট সফটওয়্যার বা টুলটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন যেকেউ। যদিও সফটওয়্যারটির মূল ভার্সন কিনে নিতে হবে তবে ট্রায়াল ভার্সন দিয়েও অনায়াসে কাজ করা যাবে। তবে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একটানা চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এটি ব্যবহার করা যাবে না। চার ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করতে চাইলে প্রতি চার ঘণ্টা পরপর পিসি রিস্টার্ট দিতে হবে। সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিন এই লিঙ্ক থেকে http://www.eboostr.com/files/eBoostr.exe। সফটওয়্যার ছাড়া পেনড্রাইভকে র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কিছু ধাপ মেনে তারপর কাজ করতে হবে। এগুলো হচ্ছে– ০১. প্রথমে পেনড্রাইভটিকে পিসির ইউএসবি পোর্টে সংযুক্ত করতে হবে। ০২. পিসির অপারেটিং সিস্টেমকে কিছু সময় দিতে হবে যাতে করে এটি ভালোভাবে পেনড্রাইভটিকে ডিটেক্ট করে। ০৩. এখন ডেস্কটপ থেকে My Computer আইকনে রাইট বাটন ক্লিক করে properties সিলেক্ট করতে হবে। ০৪. তারপর Advanced →Performance setting→Advanced ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। ০৫. এখন এখান থেকে পেনড্রাইভটিকে সিলেক্ট করতে হবে এবং custom size "Check the value of space available" অপশনটি ক্লিক করতে হবে। ০৬. এখানে Initial and the Max columns উভয় অংশের "You just used the memory of the PenDrive as a Virtual Memory" সিলেক্ট করে পিসি রিস্টার্ট করে নিলেই কাজ হয়ে যাবে।

সমস্যা : ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের সময় কোনো ওয়েবপেজ সেভ করতে দিলে সিপিইউ থেকে শব্দ করে এবং ভারি কোনো কাজ করার সময় মাঝেমধ্যে পিসি হ্যাং করে। ভাইরাসের কারণে কি এ ধরনের সমস্যা হতে পারে? গেম খেলার সময় গেম লোড হতে বেশ সময় লাগে, কিন্তু আগে তা বেশ ভালোভাবেই চলত। আমি উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট ব্যবহার করি। আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে এএমডি এথলন এক্সটু ৩৬০০+, ২ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৫০০ জিটি ১ গিগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড, ৫০০ ও ২৫০ গিগাবাইটের দুটি হার্ডডিস্ক।

–হাসান মাসুদ

সমাধান : আপনার সমস্যার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার প্রসেসরের ফ্যানের শব্দ হচ্ছে যখন তা বেশ জোরে ঘুরছে। যখন আপনি কোনো ওয়েবপেজ সেভ করছেন তখন তা সেভ করার সময় প্রসেসরের মধ্য দিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে ডাটা ট্রান্সফার করে। তখন প্রসেসরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় সাধারণ অবস্থার চেয়ে। সেজন্য প্রসেসর গরম হয়ে ওঠে আর কুলিং ফ্যানের গতি আরো বেড়ে যায় প্রসেসর ঠাণ্ডা করার জন্য। ক্যাসিং খুলে আপনার প্রসেসরের ওপরে রাখা হিটসিঙ্কটি চেক করুন। এতে হয়তো বেশ ময়লা জমে রয়েছে, যার কারণে প্রসেসর ঠিকমতো তাপ ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে পারছে না এবং কুলিং ফ্যানের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। প্রসেসর বেশি গরম হয়ে গেলে এবং তা ঠিকমতো ঠাণ্ডা না হলে হ্যাং হওয়া বা মেশিন স্লো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। মাসে অন্তত একবার ক্যাসিং খুলে ভেতরের অংশ পরিষ্কার করার অভ্যাস করুন। দুই থেকে তিন মাস অন্তর কুলিং ফ্যান ও হিটসিঙ্ক পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে কমপিউটারকে এ ধরনের সমস্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। ধুলাবালি কমপিউটারের পার্টসগুলোর জন্য বেশ ক্ষতিকর, তাই পিসি এমন স্থানে রাখা উচিত যেখানে ধুলাবালি কম প্রবেশ করতে পারে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে ডাস্ট কভার ব্যবহার করা আবশ্যক। তবে ডাস্ট কভার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে কাজের সময় ডাস্ট কভার খুলে কাজ করতে হবে এবং কাজ শেষে পিসি বন্ধ করার সাথে সাথে কভার দিয়ে না ঢেকে কিছুক্ষণ পর তা ঢেকে দিতে হবে। কারণ পিসিটি ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ না দিলে গরমে পিসির যন্ত্রাংশের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় কজ

ফিডব্যাক : jhutjhamela@comjagat.com